সমকাল

তারিখ 24 DEC 2017
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ৫

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সিনেট অধিবেশন

নেওয়া হয়েছে পাঠ্যবই রচনা ও মডেল কলেজ প্রকল্প

■ সমকাল প্রতিবেদক

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা পাঠ্যবই রচনা ও প্রাথমিক পর্যায়ে নির্বাচিত কিছুসংখ্যক বেসরকারি কলেজকে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দিয়ে মডেল কলেজে উন্নীত করার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে গাজীপুর ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সিনেট অধিবেশনে সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ এ তথ্য জানান। এ সময় শিক্ষার মানোন্নয়নে অগ্রাধিকার ও সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপের কথা উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, 'শিক্ষার রাজনীতিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে পেশাদারিত্ব সৃষ্টি না করা গেলে শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব নয়।'

উপাচার্য জানান, গত জুন মাসে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সিনেট অধিবেশনের পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ ও উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। যেমন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার রজতজয়ন্তী উদযাপন, ২০১৬ সালের কলেজ পারফরম্যান্স র‍্যাংকিংয়ের ফল ঘোষণা, কলেজ শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের অগ্রগতি, গাজীপুর ক্যাম্পাসে মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা, প্রশিক্ষণার্থী কলেজ শিক্ষকদের জন্য অত্যাধুনিক আবাসন ব্যবস্থা, আইসিটির সর্বোচ্চ ব্যবহার, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারসহ আধুনিক ব্যবস্থাধীনে সিনেট অধিবেশনসহ বিভিন্ন লক্ষ্যে একাধিক ভবন নির্মাণের উদ্যোগ ও এর অগ্রগতি, একনেকে ১১৯ কোটি ৫ লাখ টাকা ব্যয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে বরিশাল, রংপুর ও চট্টগ্রামে ৩টি স্থায়ী আঞ্চলিক কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন ইত্যাদি।

অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি সংবিধির কিছু ধারায় সংশোধনী প্রস্তাবও অনুমোদিত হয়। অধিবেশনে মোট ৪৮ জন সিনেট সদস্য উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্যের বক্তব্যের ওপর আলোকপাত করে আলোচনায় অংশ নেন সংসদ সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু, ড. আবদুর রাজ্জাক ও মোতাহার হোসেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু, অধ্যাপক ড. মশিউর রহমান, ট্রেজারার অধ্যাপক নোমান উর রশীদ, অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন (উপাচার্য, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক ড. এম ওয়াহিদুজ্জামান (উপাচার্য, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়), রামেন্দু মজুমদার, অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, অধ্যাপক ড. এস. এম. ওয়াহিদুজ্জামান (মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর), মহিউদ্দিন খান (অতিরিক্ত শিক্ষা সচিব), লোকমান হোসেন মিয়া (বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা), অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান (চেয়ারম্যান, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড), অধ্যক্ষ সৈয়দা নিলুফার ফেরদৌস (রাজশাহী মহিলা কলেজ), অধ্যাপক কানিজ উম্মে নাজমা নাসরীন (রংপুর সরকারি কলেজ)। তারা প্রত্যেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরেন।